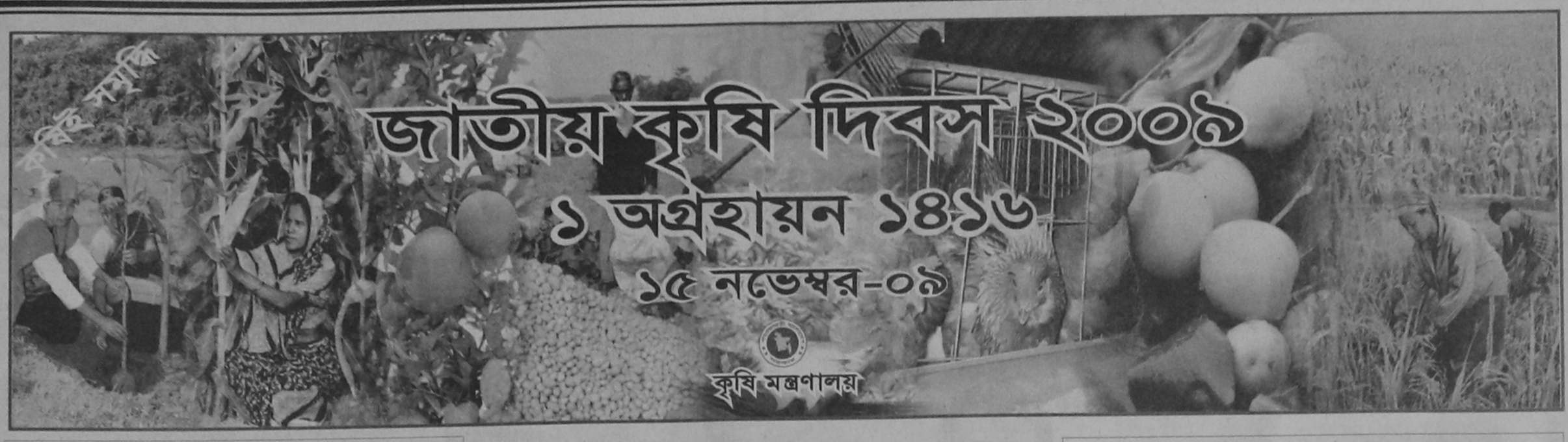

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
০১ অগ্রহায়ণ ১৪১৬
১৫ নভেম্বর ২০০৯

বাণী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় কৃষি দিবস-২০০৯' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান অপরিসীম। আবহমানকাল থেকেই আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচনসহ স্বনির্ভরতা অর্জনে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। কৃষির অবদান শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রই নয় বরং আমাদের সংস্কৃতির সাথে এর রয়েছে গভীর সম্পর্ক। বৈশ্বিক জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তাকে আজ চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় কৃষি দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'কৃষিই সমৃদ্ধি' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি। জাতীয়ভাবে কৃষি দিবস উদযাপন কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিসহ আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষিখাতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উৎসাহিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'জাতীয় কৃষি দিবস-২০০৯' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মো: জিল্লুর রহমান)

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কি দেখেছি মধুর হাসি।
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।"

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কৃষি আমাদের উন্নয়নের প্রধানতম অনুসঙ্গ। এদেশের আবহমান কালের ঐতিহ্য, কৃষ্টির সাথে কৃষি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সে প্রেক্ষিতে কৃষির সাথে জড়িত মেহনতী কৃষক-কিষাণী ভাইবোন, সম্প্রসারণকর্মী, বিজ্ঞানীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ১ অগ্রহায়ণ ১৪১৬ 'জাতীয় কৃষি দিবস' পালিত হচ্ছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য 'কৃষিই সমৃদ্ধি'। কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের সার্বিক সমৃদ্ধি আনায়ন সম্ভব বলে এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ অত্যন্ত যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

ভৌগলিক কারণে ঝড়, খরা, বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের নিত্য সঙ্গী। আমাদের কৃষক সমাজের প্রধান অংশ ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গা চাষীরাই এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার। তবে আশার কথা, আমাদের সংগ্রামী কৃষক-কিষাণী ভাইবোনেরা সবসময় এসব বিপর্যয় মোকাবেলা করে নতুন উদ্যোমে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। দেশের অর্থনীতির চাকা করেছেন সচল। আজকের এ দিবস উপলক্ষ্যে আমি এসব মেহনতী মানুষদের প্রতি জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আগামীতে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষির সাথে জড়িত সরকারি-বেসরকারি সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণ সার, বীজ, সেচ সুবিধা ইত্যাদি সহজলভ্য করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ইতোমধ্যে সরকার নন ইউরিয়া সারের মূল্য দু'বার কমিয়ে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নির্ধারণ করেছে, সার বিক্রির নীতিমালাও সহজীকরণ করা হয়েছে। আমন মৌসুমে সম্পূরক সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বরেন্দ্র এলাকার কৃষকদেরকে ১০০ ঘন্টা বিনা মূল্যে সেচ প্রদান করা হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে অধিক পরিমাণ বীজ উৎপাদন করে স্বল্প মূল্যে কৃষকের নিকট বিক্রি করা হচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলে সেচ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ, নতুন নতুন উদ্ভাবিত জাত, বিশেষ করে প্রতিকূল আবহাওয়া সহিষ্ণু জাতগুলো সম্প্রসারণ, সেচ মূল্য কমিয়ে আনতে বিদ্যুৎ ও ডিজেল ভর্তুকি প্রদান, কৃষিতে আধুনিকীকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সরকার হাতে নিয়েছে। একই সাথে বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে দেশকে কৃষি বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতায় পৌছে দিতে বর্তমান সরকার বদ্ধ পরিকর। সার্বিকভাবে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে বর্তমান সরকার সর্বদাই কৃষকের পাশে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

আমি জাতীয় কৃষি দিবস-২০০৯ এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

(মতিয়া চৌধুরী)

কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত, শতকরা ২৩ ভাগ জিডিপি এবং ৫৭ ভাগ কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদানকারী এ সেক্টরের টেকসই উন্নয়নে সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা, রাজনৈতিক দর্শন ও অঙ্গীকার, সরকারের নীতিমালা ও জনগণের চাহিদা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে এ দেশের কৃষিতে উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণয়ন এবং আনুষাংগিক বিষয়াদি সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা অনস্বীকার্য। কৃষি একটি বহুমাত্রিক কর্মকান্ড। কৃষি এদেশের সাধারণ মানুষের জীবন, জীবিকা ও সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাধারণ গ্রামীণ জনগোষ্ঠী জীবন ও জীবিকার তাগিদে আদিকাল থেকে কৃষিকে লালন করে আসছে। শুরুতে প্রকৃতিনির্ভর ও কৃষকের অভিজ্ঞতাতাড়িত হলেও অধুনা কৃষি তথ্য জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর। গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া কৃষি উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। জাতীয় কৃষি দিবস উদযাপন সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে কৃষির গুরুত্বকে বাড়িয়ে তুলেছে।

চারুকলা ইনস্টিটিউট এর সাথে নবান্ন উৎসব পালন, বর্নাঢ্য র‍্যালী, জাতীয় কৃষি দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে টকশো, মাননীয় মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যগণের উপস্থিতিতে দেশব্যাপী ধানকাটা উৎসব পালন এবং রাজধানী ও জেলা পর্যায়ে শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করার মাধ্যমে এ বছর এ জাতীয় দিবসটি উদযাপিত হবে। চারুকলা ইনস্টিটিউট ও শিশু একাডেমীর কার্যক্রম র‍্যালী ও শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা আয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবে।

বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রবন দেশ যে কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ যথা বন্যা, ঘুর্ণিঝড় প্রভৃতি কৃষিকে করে পর্যুদস্ত। বন্যা ও ঘুর্ণিঝড়ের প্রতি ঘাতপ্রবন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান বন্যার ক্ষেত্রে ৬ষ্ঠ এবং ঘুর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে শীর্ষে। বন্যা, খরা, ঘুর্ণিঝড়, লবনাক্ততা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির দরুন ধান উৎপাদন ৮% এবং গম উৎপাদন ৩২% (১৯৯০ এর তুলনায়) কমে যেতে পারে (MoEF,২০০৮)। সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে প্রাকৃতিক দূর্যোগকে মোকাবেলা করতে হয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, চাষের জমি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব ও কৃষি উপকরনের উচ্চ মূল্যের চাপে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন আজ এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রেক্ষিতে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে শস্য বিন্যাস, আবাদকৃত ফলনের জাত, চাষাবাদ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতিও পালটে যাচ্ছে। অন্যদিকে উন্নত বিশ্বে খাদ্যদ্রব্য দিয়ে অধিকহারে তৈরি হচ্ছে জৈব জ্বালানি।

খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি এবং যথাযথ পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম শর্ত। এক্ষেত্রে আভ্যন্তরীন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নাই।

খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, জলোচ্ছাস, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ফসল উৎপাদনে প্রায় নিয়মিত ঘটনা হিসাবে ফসল উৎপাদনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাদ্য উৎপাদন, আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি সব ক্ষেত্রেই ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সে কারণে সারাবিশ্বে আজ খাদ্য নিরাপত্তা এক বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বর্তমান 'কৃষক-বান্ধব' সরকারের 'ইশতেহারে' কৃষি উন্নয়নের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বের প্রতিফলন ঘটেছে। কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমানে কৃষির কৌশলগত পরিকল্পনায় সরকার কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে। রূপকল্প-২০২১ (ভিশন-২০২১) অনুসারে ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জনের জন্য নয়া 'কৌশলগত পরিকল্পনা' প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অঙ্গীকরাবদ্ধ ও সদাসচেষ্ট। আধুনিক কলাকৌশল ও কৃষিপ্রযুক্তি কৃষক ও গ্রামীন জনগোষ্ঠীর দাঁরগোড়ায় পৌছে দেওয়া এ বিভাগের গুরুদায়িত্ব। বর্তমানে কৃষিতে ভর্তকী বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা, ঘাত সহনশীল ফসলের জাত (Stress Tolerant Varieties) ব্যবহার, কৃষিতে তথ্য প্রযুক্তি ও পরিবেশ বান্ধব আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহারের দ্বারা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব ও অন্যান্য প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্বির মাধ্যমে স্বয়ংসম্পুর্নতা অর্জন ও খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলাই কৃষির মূল লক্ষ্য। বর্তমান সরকারের জনমুখী বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচী ও বার্তাসমূহ সর্বস্তরের জনগনের কাছে পৌঁছে দেওয়া ও সাধারণ জনগোষ্ঠীকে কৃষি উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করা এ দিবসের অন্যতম লক্ষ্য। এ ব্যাপারে ডিএই ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ, কর্মসংস্হান বৃদ্ধি, পুষ্ঠিসাধন, কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশ, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন ও দারিদ্র্য দূরীকরনে কৃষি উন্নয়নের বিকল্প নাই। লাগসই কৃষিপ্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রযুক্তির বিস্তার ও সঠিক প্রয়োগ এবং 'কৃষি-বান্ধব' উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচীর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কৃষি উন্নয়ন সম্ভব- সম্ভব সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়া।

কৃষি মন্ত্রণালয়

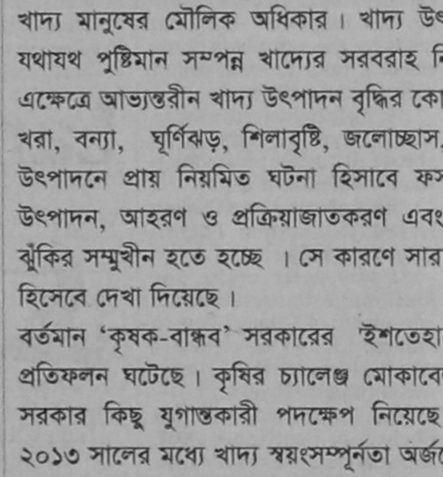

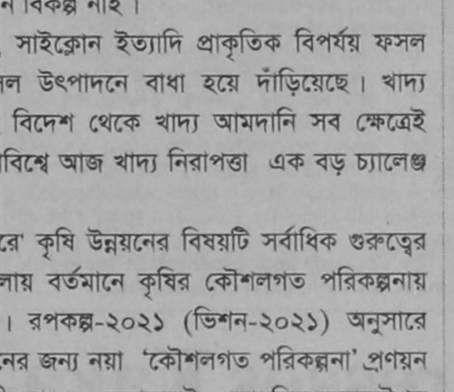

ডিজাইন ও প্রকাশনায় :
কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ঢাকা
সর্ববৃহৎ কৃষি ভিত্তিক বাংলা-
ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd
ই-মেইল : dirais@ais.gov.bd
ফোন : ৮৮০-২-৯১১২২৬০ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১১৬৭৬৮

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০১ অগ্রহায়ণ ১৪১৬
১৫ নভেম্বর ২০০৯

বাণী

১লা অগ্রহায়ণ জাতীয়ভাবে 'কৃষি দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের কৃষক-কিষাণী, সম্প্রসারণকর্মী, কৃষি বিজ্ঞানীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিশ্বব্যাপী খাদ্য ঘাটতির প্রেক্ষাপটে কৃষি দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'কৃষিই সমৃদ্ধি' নির্ধারণ সময়োপযোগী হয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা ও পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে কৃষি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ক্ষেত্র। আমাদের দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অধিক হারে খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। এজন্য টেকসই কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই।

উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈরী আবহাওয়া সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন এবং যথাসময়ে কৃষকের হাতে কৃষি উপকরণ ও পুঁজি পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারি।

এ জন্য আমাদের বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কর্মীদের পাশাপাশি ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।

বর্তমান সরকার কৃষি উন্নয়নে করণীয় সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ বছর ১২ হাজার কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

আশা করি, কৃষি উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আমরা একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পারব।

আমি কৃষি দিবস-২০০৯ এর সকল কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(শেখ হাসিনা)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গত বছরের মতো এবারও ১ অগ্রহায়ণ দেশব্যাপী জাতীয় 'কৃষি দিবস' পালিত হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য 'কৃষিই সমৃদ্ধি'। কৃষক-কৃষাণীসহ কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সবার অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এ দিবসটি উদযাপন করা হচ্ছে। দিবসটি সফলভাবে উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় পর্যায়ে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

এখন দেশব্যাপী আমন ধান কর্তন চলছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এবছর ফলন আশাব্যঞ্জক হয়েছে। কৃষকের ঘওে ঘরেও তাই ধানকাটা, প্রক্রিয়াকরণ ও মজুদ রাখার কর্মকান্ড নিয়ে আনন্দ হিল্লোল বয়ে চলছে। এ আনন্দকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে সরকার এ দিবসে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে-চারুকলা ইন্সটিটিউটের সহযোগিতায় বর্ণাঢ্য র‍্যালী, স্মারক ডাক-টিকিট প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, দিবসের প্রতিপাদ্যকে তুলে ধরে রেডিও টেলিভিশনে আলোচনা অনুষ্ঠান, শিশু কিশোরদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ধান কাটা উৎসব ইত্যাদি। দিবসের এ সব আয়োজন কৃষিকাজের সাথে জড়িত সবাইকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করবে বলে মনে করি।

আমি জাতীয় কৃষি দিবস-২০০৯ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

সি কিউ কে মুসতাক আহমদ